প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা

জেলার নাম: **রাজবাড়ী**

সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **০২ টি (জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত)**

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	জোড়বাংলা মন্দির		উপজেলাঃ বালিয়াকান্দি ইউনিয়নঃ জামালপুর গ্রাম: নলিয়া	২৩°২০'২৯.৮"উ. ৯০°০৫'২০.৩"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৮ মে ২০২৬	গৌড়ীয় ও স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত মন্দিরগুলোর কোথাও কোন উৎকীর্ণ লিপি না থাকায় এর সঠিক সময়কাল জানা যায় নাই। স্থানীয় জনশ্রুতি থেকে জানা যায় উল্লেখিত মন্দিরগুলো মাগুরার রাজা সীতারাম রায় কর্তৃক নির্মিত। স্থাপত্য শৈলী বিচারে এই মন্দিরগুলো ১৭ শতকের দিকে নির্মাণ করা হয়েছে বলে মনে হয়। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত প্রবল ভূমিকম্পে মন্দিরটির ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মন্ডপ ও ছাদসহ সম্মুখ দেয়ালগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মন্দিরের ছাদ নির্মাণে দুটো দোচালা ভল্ট ব্যবহারের করা হয়েছে। মন্দিরের চালাগুলো বক্রছাদ প্রান্ত বিশিষ্ট এবং এর দরজাগুলো বহুভাজ খিলান আকৃতির। দেয়ালে চমৎকার পোড়া মাটির ফলকচিত্র দ্বারা শোভিত করা হয়েছে। তাতে বিভিন্ন ফুল, লতা পাতা ও জ্যামিতিক নকশার কারুকার্য রয়েছে।
২.	দোলমঞ্চ ও স্নানমঞ্চ		উপজেলাঃ রাজবাড়ী সদর ইউনিয়নঃ খানগঞ্চ গ্রামঃ খানগঞ্চ	২৩^{0}৪৭'৩০.২"উ. ৮৯^{0}৩২'৭৩.২"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৮ মে ২০২৬	রানী ভবানী (১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ) খানগঞ্জ গ্রামে একটি মন্দির, একটি দোলমঞ্চ এবং একটি স্নানমঞ্চ নির্মাণ করেন। কথিত আছে একদা রানী ভবানী বজরা দিয়ে পদ্মা নদী পাড়ি দেওয়ার সময় ঝড়ের কবলে পতিত হয়ে খানগঞ্জ গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গ্রামবাসীর আতিথেয়তায় মুগ্ধ হন এবং কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সনাতন ধর্মালম্বীদের জন্য শ্রী শ্রী কালাচাঁদ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দির নির্মাণ করেন। ধর্মীর আচার-অনুষ্ঠান যথাযথভাবে পালনের নিমিত্ত একটি দোলমঞ্চ এবং একটি স্নানমঞ্চ নির্মাণ করেন। বর্তমানে দোলমঞ্চ এবং স্নানমঞ্চ পরিত্যক্ত হলেও বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের পাশাপাশি দুর্গা পূজা, কাত্যায়ন পূজা, সরস্বতী পূজা ও রথ যাত্রার আয়োজন করা হয়। দোলমঞ্চ এবং স্নানমঞ্চ দেয়ালে চমৎকার ফুল, লতা পাতা ও জ্যামিতিক নকশার কারুকার্য খোচিত পোড়া মাটির ফলকচিত্র দ্বারা শোভিত করা হয়েছে।